দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৩ AUG 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১-৬

নির্ধারিত টেইলার্স থেকে স্কুল ড্রেস না বানানোয় বেত্রাঘাত!

■ কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) সংবাদদাতা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় স্কুল নির্ধারিত টেইলার্স থেকে ড্রেস না বানানোয় ১৫ শিক্ষার্থীকে বেত্রাঘাত করলেন প্রধান শিক্ষক। এ ছাড়া ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রায় এক ঘণ্টা স্কুল মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখলেন ওই শিক্ষক।

জানা গেছে, উপজেলার এস কে এম এইচ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমৃত কুমার বাড়ৈ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কদম বাড়ি বাসস্ট্যান্ডের কিরনের টেইলার্স থেকে স্কুল ড্রেস বানাতে বলেন। এই নির্দেশনা অমান্য করে স্কুলের প্রায় অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রী স্কুলের পাশের একটি টেইলার্সসহ বিভিন্ন টেইলার্স থেকে তাদের স্কুল ড্রেস তৈরি করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গত বুধবার স্কুলের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী সীমা বল্লভ, ছাত্র প্রসেনজিৎ হালদার, ৯ম শ্রেণির ছাত্র চয়ন বাড়ৈ, পিংকু সরকার, রাজু বল্লভ, ৮ম শ্রেণির ছাত্রী সুপ্রিয়া গাইন, ছাত্র চয়ন বল্লভ, ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র হরিদাসসহ ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বেত্রাঘাত। এদের মধ্যে ৯ম শ্রেণির ছাত্র চয়ন বাড়ৈসহ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। বিষয়টি গোপন রাখার জন্য স্কুল পরিচালনা কমিটি আহতদের স্কুল হোস্টেলে চিকিৎসা করান।

৮ম শ্রেণির ছাত্র চয়ন বল্লভ জানান, আমাদের প্রধান শিক্ষক যে টেইলার্স থেকে আমাদের স্কুল ড্রেস বানাতে বলেছে সেখানে আট শত টাকা লাগে। কিন্তু আমরা অন্য টেইলার্স থেকে ছয় শত টাকা করে দিয়ে স্কুল ড্রেস তৈরি করেছি। এতে স্যার ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের বেত্রাঘাত করেছেন। এমনকি গত বুধবার ওই টেইলার্স থেকে ড্রেস না বানানোর অপরাধে বিভিন্ন শ্রেণির প্রায় ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখেন।

সরেজমিনে শনিবার স্কুলে গিয়ে দেখা যায় প্রধান শিক্ষকের বেত্রাঘাতকৃত অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে আসেনি।

প্রধান শিক্ষক অমৃত কুমার বাড়ৈ বলেন, এ ধরনের ঘটনা আমার স্কুলে ঘটেনি। আমি কোন ছাত্র-ছাত্রীকে বেত্রাঘাত করিনি।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য রবীন্দ্রনাথ বল্লভ বলেন, আমাদের প্রধান শিক্ষক একজন ভাল মানুষ। একটি মহল তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. মাহাবুবুর রহমান বলেন, ঘটনাটি যদি সত্য হয়ে থাকে, তা হলে অমৃত কুমার বাড়ৈর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।